ঈমান ও কুফর

ঈমান ও কুফর

কুফরমুক্ত ঈমান ও শিরকমুক্ত তাওহীদ
ব্যতীত নাজাতের কোনো উপায় নেই।

সাঈদ আহমদ

উস্তাদ, দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী, চট্টগ্রাম
প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, জামিআতুল কাউসার, চট্টগ্রাম

চেতনা
প্রকাশন

হযরত জুনদুব ইবনে আব্দুল্লাহ রাযি. বলেন,

تَعَلَّمْنَا الْإِيمَانَ قَبْلَ أَنْ نَتَعَلَّمَ الْقُرْآنَ، ثُمَّ تَعَلَّمْنَا الْقُرْآنَ فَازْدَدْنَا بِهِ إِيمَانًا.

আমরা কুরআন শেখার আগে (প্রয়োজনীয়) ঈমান শিখেছি, তারপর কুরআন শিখেছি। ফলে আমাদের ঈমান বৃদ্ধি পেয়েছে।[১]

ড. কবি ইকবাল রাহ. (মৃ. ১৯৩৮ ঈ.) বলেন,

یوں تو سیّد بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو ☆ تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو!

বলতে পারো সৈয়দ তুমি, মির্যা তুমি, পাঠান তুমি
কিন্তু কি হে বলতে পারো, খাঁটি মুসলমান যে তুমি?

ঈমান ও তাওহীদের ক্ষেত্রে অজ্ঞতা, অস্পষ্টতা, অস্বচ্ছতা, শিথিলতা অসাবধানতা, সিদ্ধান্তহীনতা ও বিচ্ছিন্নতার কোনো অবকাশ নেই।

[১] ইবনে মাজা, হা. ৬১, সনদ সহীহ

***

ঈমানের সাথে পরিচিত হই, কুফরের বিরুদ্ধে সোচ্চার হই। কুফর মিশ্রিত আমল আল্লাহর কাছে মূল্যহীন ও প্রতিদানবিহীন।

এ বই নিজেকে জন্মগতভাবে মুসলিম ও বংশসূত্রে মুমিন হওয়ার দাবি না করে প্রকৃতপক্ষে মুমিন—মুসলিম কি না তা অনুসন্ধান করে দেখার জন্য।

এ বই 'আমি ইসলামের মধ্যে আছি' এমন ঘোর থেকে বেরিয়ে 'ইসলাম কি আমার মধ্যে আছে?' এমন প্রশ্ন জাগিয়ে তোলার জন্য।

এ বই নিজের ঈমান যাচাই করার জন্য এবং ঈমান-ইসলাম হারানোর চোরাপথ থেকে আত্মরক্ষার জন্য, নিজেকে কুফর থেকে বাঁচানো ও অন্যকে সতর্ক করার জন্য। কাউকে কাফের বলার জন্য নয়।

***

৫ম বিষয় : আনুগত্য অবধারিত বা পালনীয় হিসেবে মেনে নিতে হবে ৩৮
৬ষ্ঠ বিষয় : অন্য সকল ধর্ম, মতবাদ ও আদর্শ থেকে সম্পর্কহীনতা আবশ্যকীয় ..৩৯
ঈমানের জন্য উল্লিখিত বিষয়সমূহ থেকে মুক্ত থাকা শর্ত কেন? ৪১
৭ম বিষয় : শরীয়তের করণীয়-বর্জনীয় মতে আমল করা..... ৪১
তাকলীদযুক্ত বা কারও অনুসরণের মাধ্যমে ঈমান গ্রহণযোগ্য কি না. ৪২

কুফরের পরিচয় ও ঈমান ভঙ্গের কারণসমূহ

কুফরের পরিচয়..... ৪৩
একটা বিধানের ক্ষেত্রেও কুফর পাওয়া গেলে ঈমান থাকবে না..... ৪৩
বাড়াবাড়ি-ছাড়াছাড়ির কবলে কুফর ও তাকফীর ৪৫
আহলে কিবলা কি কাফের হয় না? ৪৬
আহলে কিবলাকে কাফের না বলার ব্যাখ্যা..... ৪৭
ঈমান ভঙ্গের কারণসমূহ আলোচনার উদ্দেশ্য ৪৭
ঈমান ভঙ্গ হয় বা কুফর প্রকাশ পায় তিন মাধ্যমে ৪৮
ঈমান ভঙ্গ হওয়ার মৌলিক কারণ..... ৪৮
মানুষ দুই ধরনের এবং কাফেরদের প্রকার..... ৪৮

ঈমান ভঙ্গের প্রচলিত কতিপয় কারণ ও বিভিন্ন রূপ

ঈমান ভঙ্গের প্রথম কারণ : ইসলাম ত্যাগ করা বা মুরতাদ হওয়া ৪৯
মুরতাদের বিধান..... ৪৯

ঈমান ভঙ্গের দ্বিতীয় কারণ : শিরক করা ৫০
শিরকের প্রকার ও বিধান..... ৫১

ঈমান ভঙ্গের তৃতীয় কারণ : কোনো পীর-ওলী বা মাজারকে বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী বা লাভ-ক্ষতির মালিক মনে করে সাহায্য চাওয়া.. ... . ৫২

ঈমান ভঙ্গের চতুর্থ কারণ : ইসলামে অকাট্যভাবে প্রমাণিত বিষয়গুলোর কোনো একটিতে সন্দেহ বা সংশয় পোষণ করা বা অজ্ঞেয়বাদী হওয়া ৫৩

ঈমান ভঙ্গের পঞ্চম কারণ : কুফর করা..... ৫৩

ঈমান ভঙ্গের ষষ্ঠ কারণ : রাসূলের অবমাননা বা কটূক্তি করা ৫৪
শাতেম বিষয়ে বিধান ৫৪
শাতেমের শাস্তির বিধান ৫৬
প্রশাসনের হাতে তুলে দেওয়ার আগেই যদি কেউ তাকে হত্যা করে ফেলে? ... ৫৭

কেউ শাতেম-মুরতাদ হলেই তাকে মেরে ফেলবে জনগণ?..... ৫৭

ঈমান ভঙ্গের সপ্তম কারণ : ইসলামের অকাট্য কোনো বিধানের ওপর আপত্তি তোলা.... ৫৮

ঈমান ভঙ্গের অষ্টম কারণ : সুনিশ্চিত প্রমাণিত ইসলামের কোনো বিধান বা রাসূলের সুন্নাহকে শরীয়তের বিধান হিসেবে অপছন্দ করা ৫৮

ঈমান ভঙ্গের নবম কারণ : অকাট্যভাবে প্রমাণিত কিছু বিধান মানা, আর কিছু না মানা..... ৫৯

ঈমান ভঙ্গের দশম কারণ : অকাট্যভাবে প্রমাণিত বিধানাবলির সুনির্ধারিত ও প্রতিষ্ঠিত অর্থ-ব্যাখ্যা ও রূপ-পদ্ধতির বিপরীত ভিন্ন ব্যাখ্যা ও অপব্যাখ্যা করা.....৬০
যিন্দীকের পরিচয় ৬০

ঈমান ভঙ্গের এগারোতম কারণ : হারামকে হারাম মনে না করা, অথবা হালালকে হারাম মনে করা..... ৬১

ঈমান ভঙ্গের বারোতম কারণ : ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো ধর্ম বা মতবাদকে সত্য-সঠিক মনে করা... ..... ৬১

ঈমান ভঙ্গের তেরোতম কারণ : সুনিশ্চিত কাফেরকে কাফের মনে না করা..... ৬২
কাফেরকে কাফের মনে করা এবং ধর্মীয় পরিচিতি স্পষ্ট থাকার প্রয়োজনীয়তা.....৬৩
দুনিয়াতে কাফেরের কিছু প্রাপ্য..... ৬৫
আলেমদের কি ফতোয়া দেওয়ার আইনগত অধিকার নেই? ৬৬
কে মুসলিম, কে কাফের তা পরকালে আল্লাহ বিচার করবেন? ৬৬
'লাকুম দ্বীনুকুম ওয়ালিয়া দ্বীন' : ধর্ম পালনের সুযোগ ও স্বাধীনতা; স্বীকৃতি ও গ্রহণযোগ্যতা নয় ৬৭
ইন্টারফেইথ তথা আন্তঃধর্মীয় সংলাপ : বিধান ও সতর্কতা..... ৬৮
প্রসঙ্গ : ধর্ম যার যার উৎসব সবার ৭০
অমুসলিমদের খাবার বা হাদিয়া গ্রহণ ও প্রদান সম্পর্কে জরুরি মাসআলা..... ৭৬
আল-ওয়ালা ওয়াল বারা : কারও সাথে বন্ধুত্ব ও সম্পর্কচ্ছেদের বিধান ৭৮
ঈমান ভঙ্গের চৌদ্দতম কারণ : ইবাদত বা আকীদার ক্ষেত্রে বিধর্মীদের অনুকরণ ও সাদৃশ্য গ্রহণ করা ৮১
কাফেরদের অনুকরণ ও সাদৃশ্য গ্রহণের প্রকার ও বিধান ৮১
পার্থিব বিষয়ে কাফেরদের অনুকরণ ও সাদৃশ্য গ্রহণ করার বিধান ৮৩
কাফেরদের অনুকরণ নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ ৮৪
অন্যদের অনুকরণ ও বেশভূষা গ্রহণ করার ভয়াবহ ক্ষতি ৮৬

ঈমান ভঙ্গের তেইশতম কারণ : হিউম্যানিজম তথা মানবতাবাদে বিশ্বাসী হওয়া ১১১

ঈমান ভঙ্গের চব্বিশতম কারণ : ফেমিনিজম তথা নারীবাদে বিশ্বাসী হওয়া.....১১৩

ঈমান ভঙ্গের পঁচিশতম কারণ : গণতন্ত্রের মূল কনসেপ্ট বিশ্বাস করা..... ১১৫
আল্লাহর আইন ব্যতীত অন্য আইনে শাসন করার কুফরী নিয়ে আলোচনা.... ১১৮
তাগূতের কাছে বিচারপ্রার্থী হওয়া ও নেতাদেরকে মানা কখন কুফর? ১২৪
মানুষের বানানো প্লেন ব্যবহার করতে পারলে, মানুষের প্রণয়নকৃত সংবিধানে দেশ পরিচালনা করা যাবে না কেন?..... ১২৫
গণতন্ত্রের রাজনীতির ব্যাপারে আমাদের অবস্থান কী হবে?..... ১২৭
সঠিক আকীদায় বিশ্বাসী ও আমানতদার ছাড়া ভোট দেওয়া যাবে না ১২৮

ঈমান ভঙ্গের ছাব্বিশতম কারণ : দ্বীনী কারণে উলামায়ে কেরামকে অপমান করা..... ১২৮

বিদআত নিয়ে কিছু কথা ১২৯
আরকানে ঈমান ১৩০

আল্লাহ তাআলা-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনা

এক কাফেরের নিরুত্তর হওয়ার করুণ কাহিনি.....১৩২
আস্তিক ও নাস্তিকের কথোপকথন..... ১৩৩
তাওহীদ পরিচিতি ও গুরুত্ব..... ১৩৬
তাওহীদের সহজ-সরল প্রমাণ..... ১৩৭
আল্লাহ তাআলার গুণাবলি ও কার্যাদির একত্ব সম্পর্কে কিছু আলোচনা..... ১৩৯
তাঁর সিফাতের অস্তিত্ব ও বাস্তবতা কীভাবে জানি ও বুঝি? ১৪১
আল্লাহ তাআলার গুণাবলি অনাদি ও অনন্ত এবং পরিবর্তন থেকে মুক্ত ১৪২
তিনি জবাবদিহিতার ঊর্ধ্বে..... ১৪৩

তাওহীদুল উলূহিয়া সম্পর্কে আলোচনা.....১৪৪
নবীগণের প্রধান দাওয়াত..... ১৪৫
তাওহীদের গুরুত্বপূর্ণ দাবি..... ১৪৫
'ইসলাম' শব্দের সঠিক অর্থ ১৪৬
এ যুগের উপাস্য ও পূজনীয় বস্তু!..... ১৪৮

তাওহীদুল হাকিমিয়া নিয়ে আলোচনা ১৫১
ইসলাম চিরবিজয়ী ধর্ম..... ১৫২
বাহ্যিক শক্তি অর্জন ও ইসলামকে বিজয়ী করার গুরুত্ব..... ১৫৩
রাজনৈতিকভাবে ইসলামকে বিজয়ী করার চেষ্টা করা মুসলমানদের দায়িত্ব.... ১৫৩
ইকামাতে দ্বীনের সঠিক ব্যাখ্যা..... ১৫৪

বাকি পাঁচ আরকানে ঈমান সম্পর্কে আলোচনা ১৫৫
ফেরেশতার ওপর ঈমান ১৫৫
সকল কিতাবের ওপর ঈমান ১৫৫
নবী-রাসূলগণের ওপর ঈমান ১৫৭
ইসমতে আম্বিয়া বা নবীগণের নিষ্পাপত্ব..... ১৫৮
আমাদের নবী সম্পর্কে বিশেষ কিছু আকীদা..... ১৫৯
কিয়ামত-দিবস বা পরকালের ওপর ঈমান ১৬১
কিয়ামত ও তার আলামত ১৬২
তাকদীরের ওপর ঈমান..... ১৬২

সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে আকীদা.....১৬৪

বরং আল্লাহর ভয় এবং আখিরাতে আল্লাহর সামনে উপস্থিতির অনুভূতি জাগ্রত রাখা।

ঈমান-কুফর শুধু পরকাল বা আল্লাহর বিচার্য বিষয় না। কিছু লোক ধর্মকে কেবল পরকালে আটকে দিতে চায়। অথচ দুনিয়াতে প্রত্যেক ধর্ম, মতবাদ, আদর্শ, চেতনা ও সংস্কৃতির পরিচিতি স্পষ্ট থাকা প্রয়োজন। কেননা, বাতিলরা বিভিন্ন চটকদার শিরোনামে মুসলিমদের ঈমান কেড়ে নিয়ে তাদেরকে কুফরিতে লিপ্ত করছে। এ জন্যেই এ ক্ষুদ্র প্রয়াস।

চব্বিশের ছাত্র-জনতার স্বাধীনতা আন্দোলন চলাকালে ও পরবর্তী সময়ে স্কুল-কলেজ ও ভার্সিটির তরুণ-তরুণীদের ইসলাম ও ঈমানের করুণ অবস্থা দেখে আমাদের মুসলিম ভাই-বোনদের মাঝে ঈমান-কুফরের পরিচিতি ও পার্থক্য ব্যাপকভাবে প্রচারের লক্ষ্যে এ বইটি প্রস্তুত করা হয়েছে। এটি মূলত অধমের দুই খণ্ড বিশিষ্ট 'ঈমান-আকীদা' বই থেকে সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে; তবে অনেক কিছু সংযোজন ও পরিবর্তনও করা হয়েছে।

সাঈদ আহমদ
উস্তাদ, হাটহাজারী মাদরাসা চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ
২০/৪/১৪৪৬ হিজরি

এভাবে কুরআন মাজীদে এসেছে, 'সৎকর্ম শুধু এই নয় যে, তোমরা নিজেদের চেহারা পূর্ব কিংবা পশ্চিম দিকে মুখ করবে; **বরং প্রধান সৎকাজ হলো এই যে, ঈমান আনবে আল্লাহ, পরকাল, সকল ফেরেশতা, কিতাব ও নবীগণের ওপর।**'[৬]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি : ১. আল্লাহ ছাড়া ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল—এ কথার সাক্ষ্যদান, ২. নামাজ কায়েম করা, ৩. যাকাত দেওয়া, ৪. হজ করা এবং ৫. রমজানে রোযা রাখা।'[৭]

আয়াত-হাদীসের স্পষ্ট ভাষ্য হচ্ছে, নামাজ প্রভৃতি আমলের পূর্বে প্রথম ও প্রধান কাজ হলো, ঈমান আনা। এ কারণেই ইসলামের পঞ্চ বুনিয়াদের প্রধান হচ্ছে, ঈমান-আকীদা।

এ কারণেই সাহাবায়ে কেরাম সবকিছুর আগে ঈমান-আকীদা শিখেছেন। হযরত জুনদুব ইবনে আবদুল্লাহ রাযি. বলেন, 'আমরা কিশোররা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে থেকে কুরআন শেখার আগে (প্রয়োজনীয়) ঈমান শিখেছি।'[৮] অন্যত্র এসেছে, 'আজ তোমরা ঈমান শেখার আগে কুরআন শিখছ।'[৯]

আফসোস, মুসলিম উম্মাহ আজ সবকিছু শিখছে, কেবল ঈমানটাই শিখছে না!

আবু ইসহাক সাফফার বুখারী রাহ. (৫৩৪ হি.) বলেন, তাফসীরবিদদের মতে কুরআনের আয়াত-সংখ্যা ছয় হাজার দুইশ ছত্রিশটি। এর মাঝে হালাল-হারাম সম্পর্কিত আয়াত পাঁচশর বেশি। বাকি সবগুলো তাওহীদ, শিক্ষণীয় ঘটনা, কাফেরদের বিরুদ্ধে নবী-রাসূলদের ঈমানী সংগ্রাম ও মুনাযারা-বিতর্ক ঘিরে। এর দ্বারা বোঝা যায়, আকীদার ইলমই সর্বোত্তম ইলম। তা ছাড়া নিজের দ্বীন রক্ষা ও বিভ্রান্তি-বিচ্যুতি থেকে সুরক্ষিত থাকার জন্যও এই ইলম অর্জন করা আবশ্যক।[১০]

ঈমান-আকীদা সংরক্ষণ ফরজ

মুমিন হওয়ার পর ঈমান-আকীদা হেফাজত করা ফরজ এবং ঈমান বিনষ্টকারী বিশ্বাস, কথা ও কাজ থেকে বিরত থাকা জরুরি। কারণ, অনেক বেশি আমলকারীও ঈমানবিহীন হতে পারে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'আমার উম্মতের মধ্যে কিছু লোকের আবির্ভাব হবে, যাদের কুরআন তিলাওয়াত, নামাজ ও রোযা তোমাদের চেয়ে ভালো ও বেশি হবে। (কিন্তু) তারা ইসলাম থেকে এমনভাবে বের হয়ে যাবে, যেমন তীর তার লক্ষ্যস্থল ভেদ করে বের হয়ে যায়।'[১১]

---

[৬] সূরা বাকারা, (২) : ১৭৭

[৭] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৮; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩৪

[৮] সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ৬১, সনদ সহীহ

[৯] আল-মু'জামুল কাবীর, তাবারানী, হাদীস নং ১৬৭৮; শুআবুল ঈমান, বাইহাকী, হাদীস নং ৫০

[১০] তালখীসুল আদিল্লাহ লি-কাওয়ায়িদিত তাওহীদ, সাফফার বুখারী, পৃষ্ঠা ১২৬-২৮

[১১] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১০৬৬; আরও দেখুন, ইকফারুল মুলহিদীন, কাশ্মীরী, পৃষ্ঠা ৫২;

আবদুল্লাহ বিন আমর রাযি. বলেন, 'এক সময় আসবে, যখন লোকেরা একত্রিত হয়ে মসজিদে নামাজ পড়বে, অথচ তাদের মাঝে কেউ মুমিন থাকবে না!'[১২]

আরও ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'সকালের মুমিন সন্ধ্যায় ঈমানহারা কিংবা সন্ধ্যার ঈমানদার সকালে ঈমানছাড়া। দুনিয়ার সামান্য স্বার্থে নিজের দ্বীনকে ছেড়ে দেবে।'[১৩]

তাই আল্লামা ইবনে আবিদীন শামী রাহ. (মৃ. ১২৫২ হি.) একজন মুমিনের জন্যে 'ফরজে আইন' বা অপরিহার্য জ্ঞান অর্জন করার বিষয়ে বলেন, 'হারাম ও কুফরী শব্দ (তথা কোন কথা বা কাজ করলে ঈমান চলে যায়—এ) সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা ফরজ। কসম—বর্তমান সময়ে যে সকল বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করা অপরিহার্য—তন্মধ্যে এটি অন্যতম। কারণ, অনেক মানুষ কুফরী কথা বলে, যা তাকে ঈমানের গণ্ডি থেকে বের করে দেয়। অথচ এ সম্পর্কে তারা সম্পূর্ণ উদাসীন!'

অতঃপর এর ভয়াবহতা বোঝাতে গিয়ে এমনও বলেছেন, 'সতর্কতা হলো, সাধারণ ব্যক্তি প্রতিদিন তার ঈমানকে নবায়ন করবে এবং প্রতি মাসে এক-দুবার দুজন সাক্ষীর সামনে বিবাহকে নবায়ন করবে। কেননা, পুরুষরা যদিও কিছুটা সতর্ক থাকে, কিন্তু মহিলাদের থেকে কুফরী কথা খুব বেশি পরিমাণ বের হয়।'[১৪]

এই ফরজের প্রতি আমরা চরম উদাসীন, এটি আমাদের মাঝে অবহেলিত 'ফরজে আইন'। এ বিষয়ে ফাতাওয়া গ্রন্থে 'মুরতাদ' অধ্যায় বা শুধু সানাউল্লাহ রাহ.-এর 'মালাবুদ্দা মিনহু' থেকে কুফরী অধ্যায় দেখলে এর গুরুত্ব বুঝে আসবে।[১৫]

মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রাহ. (মৃ. ১৩৬২ হি.) ৮০ বছর পূর্বে আধুনিক শিক্ষার কারণে ঈমান হারানোর মতো ভয়াবহ পরিণতি তুলে ধরে মানুষকে সতর্ক করে লেখেন, 'এই যুগে পাত্রের ঈমান-কুফরের বিষয়েও খোঁজ নেওয়া জরুরি। বর্তমানে এমন এক সময় চলছে যে, (বিয়ে-শাদীতে) হবু বর দ্বীনদার নাকি বদকার তা দেখার আগে, বরং সে ইসলামের গণ্ডির ভেতরে আছে কি নেই, সে বিষয়ে খোঁজখবর নেওয়া জরুরি হয়ে পড়েছে। কারণ, মুসলমান কনের সাথে বিবাহ শুদ্ধ হওয়ার জন্য ছেলের ঈমান থাকা শর্ত।' অতঃপর বলেন, 'অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হলো, বর্তমানে যাদের হাতে কন্যা তুলে দেওয়া হচ্ছে, সেসব পাত্রের একটি অংশের আধুনিক শিক্ষার প্রভাবে দ্বীন ও ঈমানের সাথে কোনো রকম সম্পর্কই অবশিষ্ট নেই (শুধু নামেই তারা মুসলমান রয়ে গেছে)। এদের মুখ দিয়ে কুফরী কথা বের হয় এবং ধর্মীয় বিষয়াদিকে এরা বিন্দুমাত্র তোয়াক্কা করে না।

---

[১২] ইবনে আবী শায়বা , হাদীস নং ৩০৯৯২; মুসতাদরাকে হাকেম, হাদীস নং ৮৩৬৫, সনদ সহীহ

[১৩] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১১৮

[১৪] ফাতাওয়া শামী, ১/১৩৯-৪০, ড. হুসামুদ্দীন ফারফুরের নুসখা। তবে এটা সতর্কতামূলক কথা।

[১৫] দশম অধ্যায়, কুফরী কালাম অধ্যায়ের আলোচনা, পৃষ্ঠা ২৪৭-২৭০, মাওলানা আনোয়ার হুসাইনের অনুবাদ। যদিও সবগুলোই ঈমান ভঙ্গের কারণ হওয়া নিয়ে কথা রয়েছে। তবে সতর্কতামূলক বেঁচে থাকা চাই।

ব্যাখ্যা: মক্কার অনেক মুশরিক গর্ব সহকারে মুসলমানদের বলত, মসজিদুল হারাম তথা পবিত্র কাবার রক্ষণাবেক্ষণ ও হাজীদের পানি সরবরাহের ব্যবস্থা আমরাই করে থাকি। এর ওপর অন্য কারও আমল শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার হতে পারে না।

এ আয়াতে মূলনীতি বলে দেওয়া হয়েছে যে, সমস্ত নেক কাজ সম-মর্যাদার হয় না। কোনো ব্যক্তি যদি ফরজ কাজসমূহ আদায় না করে নফল ইবাদতে লিপ্ত থাকে, তবে এটা নেক কাজ হিসেবে গণ্য হবে না। নিশ্চয়ই হাজীদের পানি পান করানো একটি মহৎ কাজ, কিন্তু মর্যাদা হিসেবে তা নফলই। অনুরূপ পবিত্র কাবার তত্ত্বাবধানও অবস্থাভেদে ফরজে কিফায়া কিংবা একটি নফল ইবাদত।

পক্ষান্তরে ঈমান তো মানুষের মুক্তির জন্য শর্ত। তাই ঈমান ছাড়া কেবল এ-জাতীয় সেবার কারণে কেউ কোনো মুমিনের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে পারে না।[১৯]

সুতরাং রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীরা মসজিদ তৈরি বা দেশের-দশের সেবা করলেও ঈমান ব্যতীত কোনো মুমিনের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে পারে না। এবং ঈমান বিধ্বংসী কার্যকলাপ, হারাম কাজ ও উপার্জন থেকে দূরে না থেকে বেশি ইবাদতকারীও কখনো হারাম ও ফরজ কাজসমূহের প্রতি গুরুত্ব প্রদানকারী মুমিনের সমতুল্য হতে পারে না।

আমাদের সমাজে নামে মুসলমান কেউ কেউ নামাজ, ওমরা এবং কুরআন তিলাওয়াত ইত্যাদি পালন করে তৃপ্তির ঢেকুর তুলে থাকে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, আমলের গ্রহণযোগ্যতা ও প্রতিদানের জন্য ঈমান-আকীদা ঠিক থাকা পূর্বশর্ত। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'যে ব্যক্তি আখিরাত কামনা করে এবং সেই জন্য যথাযথ চেষ্টা করে যদি সে মুমিন হয়; তবে এরূপ চেষ্টার পরিপূর্ণ মর্যাদা দেওয়া হবে।'[২০]

ঈমান ছাড়া আমলের কোনো প্রতিদান নেই আখিরাতে

ঈমানবিহীন একজন মানুষের নেক আমলের দৃষ্টান্ত হলো, রূহবিহীন শরীরের মতো। দুনিয়াতে যেমন রূহবিহীন শরীরের কোনো মূল্য নেই, তদ্রূপ ঈমান-আকীদার বিশুদ্ধতা ছাড়া আখিরাতে নেক আমলের কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই এবং প্রতিদানও নেই। তাই কুরআন সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে, ঈমান ছাড়া আখিরাতে কোনো প্রতিদান নেই; বরং বিভিন্ন উপমা ও উদাহরণ টেনে বিষয়টি সূর্যের আলোর ন্যায় পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে।

ইরশাদ হয়েছে, 'তারা যা কিছু আমল করেছে, আমি তার ফয়সালা করতে আসব এবং সেগুলো শূন্যে বিক্ষিপ্ত ধুলোবালি (-এর মতো মূল্যহীন) করে দেবো।'[২১]

---

[১৯] দ্র. তাওযীহুল কুরআন, তাকী উসমানী, ১/৫২৮

[২০] সূরা বনী ইসরাঈল, (১৭) : ১৯, আরও দেখুন, সূরা নিসা, (৪) : ১২৪

[২১] সূরা ফুরকান, (২৫) : ২৩

অর্থাৎ তারা যে সকল কাজকে পুণ্য মনে করত, আখিরাতে তা ধুলোবালির মতো মিথ্যা মনে হবে। আখিরাতে তার বিনিময়ে কিছুই পাবে না। কেননা, আখিরাতে কোনো কাজ গৃহীত হওয়ার জন্য ঈমান শর্ত, যা তাদের ছিল না।

আরেকটি উদাহরণ দিয়ে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, 'তারা এ দুনিয়ার জীবনে যা কিছু ব্যয় করে, তার দৃষ্টান্ত এ রকম, যেমন হিমশীতল বায়ু এমন একদল লোকের শস্যক্ষেত্রে আঘাত হানে ও তা ধ্বংস করে দেয়, যারা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছে। বস্তুত আল্লাহ তাদের প্রতি জুলুম করেননি; বরং তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর জুলুম করছে।'[২২]

অর্থাৎ আখিরাতে কাফেরদের ব্যয়-দানও তদ্রূপ বিফল হয়ে যাবে। কেননা, কুফর দান কবুল হওয়ার বিরোধী। তাদের সেবামূলক কার্যক্রমের দৃষ্টান্ত হলো শস্যক্ষেত্র, আর তাদের কুফরী কাজের দৃষ্টান্ত হিমশীতল ঝড়ো হাওয়া। সেই ঝড়ো হাওয়া যেমন মনোরম শস্যক্ষেত্রকে তছনছ করে দেয়, তেমনই তাদের কুফরও তাদের সেবামূলক কার্যক্রম ধ্বংস করে দেয়। সুতরাং তারা দেখতে পাবে তাদের কর্ম তাদের কোনো উপকারে আসেনি।

উল্লেখ্য, মানুষ যেহেতু দু-ধরনের : মুসলিম ও কাফের। এর বাহিরে আর কোনো প্রকার নেই। কাজেই মুমিন-মুসলিম ছাড়া সকল কাফের-বেঈমান, নাস্তিক, হিন্দু, বৌদ্ধ, ইহুদী, খ্রিষ্টান ও ধর্মহীন ব্যক্তির ক্ষেত্রে উপরিউক্ত বিধান প্রযোজ্য। যদিও মুসলিম নামধারী হোক না কেন, যেমন : কাদিয়ানী সম্প্রদায়।

ঈমান বড়ই মূল্যবান, আমল ছাড়া শুধু ঈমানের মূল্য আছে

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'জান্নাতীগণ জান্নাতে এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামে প্রবেশ করার পরে আল্লাহ তাআলা (ফেরেশতাদের) বলবেন, যাদের অন্তরে একটা সরিষা পরিমাণও ঈমান রয়েছে, তাদের জাহান্নাম থেকে বের করে নিয়ে আসো। তারপর তাদের জাহান্নাম থেকে বের করা হবে এমন অবস্থায় যে, তারা (পুড়ে) কালো হয়ে গেছে। এরপর তাদের "হায়াতের নদীতে" ফেলা হবে। ফলে তারা সতেজ হয়ে উঠবে, যেমন নদীর পাশে ঘাসের বীজ গজিয়ে ওঠে।'[২৩] অন্য হাদীসে এসেছে, 'যে ব্যক্তি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে, এটা একদিন তার উপকারে আসবে (অর্থাৎ জান্নাতে প্রবেশ করবে)। তবে এর আগে (আমল না করার কারণে) শাস্তি ভোগ করবে।'[২৪]

ঈমানের দৃষ্টান্ত যেহেতু ১, ২ সংখ্যার মতো, আর আমল শূন্যের মতো। যদি কোথাও শুধু সংখ্যা থাকে এবং সাথে কোনো শূন্য না-ও থাকে, তারপরও সংখ্যার মূল্য থাকে।

---

[২২] সূরা আলে ইমরান, (৩) : ১১৭

[২৩] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২২; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৮৪

[২৪] মুসনাদে বাযযার, হাদীস নং ৮২৯২, শুআবুল ঈমান, বায়হাকী, হাদীস নং ৯৭, সনদ সহীহ

কিন্তু সংখ্যা ছাড়া যদি হাজারো শূন্য লেখা হয়, এর কোনো মূল্য নেই। অনুরূপ কারও ঈমান-আকীদা যদি সঠিক ও বিশুদ্ধ থাকে, আর সাথে একটি আমলও যদি তার না থাকে, তাহলে সংখ্যার মতো এর মূল্য থাকে এবং মূল্যায়ন করা হবে। ফলে ইনশাআল্লাহ, সে একদিন জান্নাতে যাবে। কিন্তু সঠিক ও বিশুদ্ধ ঈমান-আকীদা পোষণ না করে যদি হাজারো আমল করে, তাহলে এর কোনো মূল্য নেই এবং সে কখনো জান্নাতে যেতে পারবে না।

এভাবে কোনো সংখ্যার সাথে যদি শূন্য যুক্ত করা হয়, তাহলে সংখ্যার মূল্য বৃদ্ধি পায়। যেমন ১... ১০... ১০০ (দশ ও একশ) হয়; তদ্রূপ বিশুদ্ধ ঈমান-আকীদার সাথে যদি আমল যোগ হয়, তাহলে ঈমান-আকীদার মূল্য বৃদ্ধি পায়।

চূড়ান্ত সফলতার জন্য মৃত্যু পর্যন্ত অবিচল থাকতে হবে

কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'নিশ্চয় যারা বলে, আমাদের রব আল্লাহ! অতঃপর তাতেই অবিচল থাকে, তাদের কাছে ফেরেশতা অবতীর্ণ হবে (এবং বলবে) যে, তোমরা কোনো ভয় কোরো না এবং কোনো কিছুর জন্য চিন্তিত হয়ো না; আর আনন্দিত হয়ে যাও সেই জান্নাতের জন্য, যার ওয়াদা তোমাদের দেওয়া হতো।'[২৫]

ঈমানবিহীন মৃত্যুর ঠিকানা চিরস্থায়ী জাহান্নাম

ইরশাদ হয়েছে, 'যারা কাফের—হোক আহলে কিতাব কিংবা মুশরিক—নিশ্চয় ওরা জাহান্নামের আগুনে গিয়ে চিরকাল থাকবে। ওরাই সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট জীব।'[২৬]

আরও ইরশাদ হয়েছে, 'নিশ্চয় যারা কুফর করে এবং কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তাদের প্রতি আল্লাহ, সমগ্র ফেরেশতা ও মানুষের লানত। তারা সে লানতের মধ্যে থাকবে চিরকাল। তাদের থেকে আযাব হালকা করা হবে না এবং তাদের অবকাশও দেওয়া হবে না।'[২৭]

কুফর-শিরক গুনাহের কোনো ক্ষমা নেই

কুফর সম্পর্কে এসেছে, 'যারা কুফর ও সীমালঙ্ঘন করেছে, আল্লাহ তাদের কখনো ক্ষমা করবেন না এবং তাদের কোনো পথও দেখাবেন না জাহান্নামের পথ ব্যতীত; সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে এবং তা আল্লাহর পক্ষে সহজ।'[২৮]

শিরক সম্পর্কে এসেছে, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সঙ্গে শরীক করাকে ক্ষমা করবেন না। এর নিচের যেকোনো গুনাহ যার ক্ষেত্রে চান ক্ষমা করে দেন।'[২৯]

---

[২৪] সূরা হা-মীম আস-সিজদাহ (ফুছছিলাত), (৪১) : ৩০; আরও দেখুন, সূরা আহকাফ (৪৬) : ১৩-১৪
[২৬] সূরা বায়্যিনাহ, (১৯৮) : ৬
[২৭] সূরা বাকারা, (২) : ১৬১-১৬২
[২৮] সূরা নিসা, (৪) : ১৬৮-১৬৯
[২৯] সূরা নিসা, (৪) : ১১৬ ও ৪৮